শিক্ষক সংকট আমাদের দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই একটি সাধারণ সমস্যা। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক আছে কী নেই, না থাকলে কবে নিয়োগ হবে, এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের খুব একটা মাথাব্যথা থাকে না। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ঝিনাইদহের শৈলকুপার নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের নিত্যানন্দপুর গ্রামে অবস্থিত হাজি মো. শামসুদ্দিন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্ত, কিন্তু শিক্ষক নেই। শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি একেবারেই কম। গড়ে প্রতি ক্লাসে ৮ থেকে ১০ জন করে শিক্ষার্থী। ঠিকমতো ক্লাস চলছে না। সম্প্রতি বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিচ্ছেন নাইটগার্ড আবু আহম্মেদ।

advertisement

এ ছাড়া ক্লাস নিচ্ছেন ¯ুংলের নাইটগার্ড রাশিদুল, দপ্তরি গোপাল ও আয়া নাসিমা আক্তার আদুরি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তারা নিজেরাই লেখাপড়া ভালো জানেন না, আমাদের কী শেখাবেন। এভাবে কি আমাদের শিক্ষিত জাতি গঠন করা সম্ভব? এই চিত্র শুধু এই স্কুলেই নয়, এ রকম আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু এমপিওভুক্ত স্কুল হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কেন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করছে না। শুধু যে স্কুলের ক্ষেত্রেই এই অবস্থা তা নয়, অনেক হাসপাতালে ডাক্তার না থাকায় নার্স, পিয়ন, আয়া ও ওয়ার্ডবয় চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এমন সব চিত্র বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়ে থাকে। শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এমন চিত্র যদি হয়ে থাকে তা হলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে।

এ বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বসহকারে নজর দেওয়া উচিত। সরকারি কিংবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক থাকা একান্ত প্রয়োজন। দেশব্যাপী শিক্ষক সংকট নিরসনে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।